সুরক্ষা বার্তা

প্রকাশনায়, শিশু সুরক্ষা প্রকল্প

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

৪৪তম সংস্করণ, নভেম্বর ০৩, ২০২১ খ্রিঃ, কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবাদের (মেয়ে ও ছেলে) আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল ও সুরক্ষিত পরিবেশ সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প, কোস্ট উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উখিয়া,কক্সবাজার

ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় কোস্ট কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবাদের (মেয়ে ও ছেলে) আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল ও সুরক্ষিত পরিবেশ সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৮টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রকল্পটি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের সুরক্ষায় কেইসম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, জীবন দক্ষতা, প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, ফলোআপ সেবা, সোস্যালহাব এবং শিশুসুরক্ষার ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, রেফারেল সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে,যা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

টেকনাফে যুবারা মাদক ও বাল্য বিবাহের ঝুঁকিতে ঃ দরকার সম্মেলিত প্রচেষ্টা

টেকনাফ যুব সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব পারভেজ চৌধুরী, ছবি: আল মামুন খান, টেকনাফ

কোস্ট ফাউন্ডেশন দাতা সংস্থা ইউনিসেফের অর্থায়নে ২৫শে অক্টোবর টেকনাফ উপজেলায় সোশ্যাল হাব ও মাল্টিপারপাস সেন্টারের যুবা ও কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে "উপজেলা যুব সম্মেলন-২০২১" আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সমৃদ্ধ পৃথিবীর জন্য দরকার যুবাদের উদ্ভাবনী চিন্তার"। এছাড়াও সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল যুবাদের ভবিষ্যত উন্নয়নে চিন্তা করা, অংশীজনদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে যুবাদের ক্ষমতায়িত করা, নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়ন এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ উপজেলা চেয়ারম্যান নুরুল আলম। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পারভেজ চৌধুরী। তিনি বলেন, স্থানীয় যুব সমাজ আজ মাদক সেবনে জড়িয়ে পড়েছে। কন্যা শিশুদের বাল্য বিবাহের প্রবণতা বেড়েছে। পাশাপাশি দরিদ্রতা ও অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। তিনি কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্বআরোপ করেন। ইউএনও মহোদয় বলেন, যেহেতু টেকনাফ অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার, এই সৌন্দর্যকে কাজে লাগানো যায় এমন ছোট ছোট কার্যক্রম হাতে নেয়া উচিত। অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন, কোস্ট দীর্ঘদিন ধরে অত্র এলাকার কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, জীবন দক্ষতা শিক্ষা, মনোসামাজিক সেবা, প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ হিসেবে সেলাই ও পোশাক তৈরি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যা তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কারিগরি ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই সম্মেলনে ১৩৪ জন যুবা ও কিশোর-কিশোরীরা অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের শেষাংশে টেকনাফ উপজেলাকে মাদক ও বাল্যবিবাহ মুক্ত করার বিষয়ে অংশীজনদের সাথে যুবা ও কিশোর-কিশোরীরা একমত প্রকাশ করেন।

সচেতনতা বৃদ্ধিতে সোশ্যাল চেইঞ্জ এজেন্টেদের প্রচারাভিযান অব্যাহত

সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারাভিযানে ব্যস্ত সোশ্যাল চেইঞ্জ এজেন্ট, ছবি: কামাল হোসেন,রত্নাপালং

২৩৫ জন সোস্যাল চেইঞ্জ এজেন্ট নিয়মিত সামাজিক সম্প্রীতি ও প্রাণোচ্ছলতা বিষয়ক সেশনের মাধ্যমে এলাকার জনসাধারণকে সচেতন করে তুলছে। পাশাপাশি তাদের নিজেদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন যেমন- যোগাযোগ এবং নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নিরাপদ ইন্টারনেট ও অনলাইন ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ক কর্মশালা অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের আত্ম-উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ইতিবাচক দক্ষতা অর্জন করছে। যার ফলে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে নিজেরা চিন্তা করে এবং তা দূর করার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে এই সকল যুবা ও কিশোর-কিশোরীরা তাদের উদ্যোগে ও পরিচালনায় নিজেদের গ্রাম ও তার আশেপাশের এলাকায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের আয়োজন করেছে। এই প্রচারাভিযানের ইস্যুসমূহ হলো বালবিবাহ, মাদকাসক্তি, শিশু শ্রম, শিশু পাচার, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রভৃতি। এই প্রচারাভিযানে মধ্যে ৩টি সোশ্যাল হাবের ২২৪ জন সোস্যাল চেইঞ্জ এজেন্ট অংশ গ্রহণ করেন যার মধ্যে মেয়ে ১২৪ জন এবং ছেলে ১০০ জন। তাঁরা এই সময় প্রায় ৭০৩ জনের কাছে সচেতনতামূলক বার্তাসমূহ পৌঁছে দেয় যার মধ্যে ৪৫৬ জন নারী ও ২৪৭ জন পুরুষ। তাঁরা এই কাজটি করেন ৪৫টি ভিন্ন ভিন্ন প্রচারাভিযানের মাধ্যমে। তাদের এই প্রচারাভিযানের স্লোগান ছিলো "সচেতনতা বৃদ্ধি করি, সামাজিক সমস্যা দূর করি।"

রত্নাপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারের গ্র্যাজুয়েট কিশোরীরা সফলভাবে পণ্য উৎপাদন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত

গ্র্যাজুয়েট ৭ জন কিশোরীরা গণ-উন্নয়ন কেন্দ্রের উইমেন লেড কমিউনিটি সেন্টারের কার্যক্রমের সাথে সফল ভাবে যুক্ত হলো, ছবি: রবিউল ইসলাম, জালিয়াপালং

কোস্ট ফাউন্ডেশনের শিশু সুরক্ষা প্রকল্প ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। উক্ত সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম, মনোসামাজিক সহায়তা সেশন এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, স্যানিটারি প্যাড তৈরী প্রশিক্ষন এবং সেলাই প্রশিক্ষন। জানুয়ারী ২০২১ খ্রিঃ থেকে কিশোর কিশোরীদের আত্মকর্মসংস্থান এবং তাদের তৈরীকৃত পণ্য বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে কোস্ট প্রদর্শনী- সেন্টারের কার্যক্রম শুরু করে। প্রদর্শনী - সেন্টারের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ সম্পন করা কিশোর কিশোরীদের তৈরীকৃত পণ্যসমূহ বাজারজাতকরণ, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন আয়মূলক পণ্য তৈরিতে তাদেরকে সংযুক্ত করা। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গণ-উন্নয়ন কেন্দ্রের 'Women Led Community Centre' এর **কো-অর্ডিনেটর লিপিকা শর্মা** উখিয়া প্রদর্শনী- সেন্টার এবং রত্নাপালং মাল্টিপারপাস সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং কিশোরীদের উৎপাদিত মাস্কের গুণগত মান যাচাই করে ৭ জন দক্ষ কিশোরীকে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে তিনি রত্নাপালং ইউনিয়নের কর্মরত বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা পরিদর্শন করে তাদের সাথে দক্ষ কিশোরীদের স্থানীয় বাজার ব্যবস্থার সাথে সংযুক্তকরণ বিষয়ে আলোচনা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে লিপিকা শর্মা ৭ জন দক্ষ কিশোরীকে গণ-উন্নয়ন কেন্দ্র এর কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করতে সম্মত হন। অক্টোবর মাসে রত্নাপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারের গ্র্যাজুয়েট ৭ জন কিশোরী গণ-উন্নয়ন কেন্দ্র 'Women Led Community Centre' এর কার্যক্রমের সাথে সফলভাবে যুক্ত হয়। উক্ত কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকার কারণে কিশোরীরা মাসিক ৭০০০-৭৫০০ টাকা আয় করতে পারবে যা তাদের পরিবার এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক প্রচারণা কাজে যুক্ত সিবিসিপিসি, পিসিসি, সদস্যদের মাঝে মাস্ক বিতরণ

কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প করোনা ভাইরাস কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় তার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা করে যাচ্ছে। যেমন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া,সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা এবং নিয়মিত মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

সিবিসিপিসি, পিসিসি, সদস্যদের মাঝে কিশোর কিশোরীদের উৎপাদিত মাস্ক বিতরণ, ছবি: নজরুল ইসলাম, জালিয়াপালং

তারই ধারাবাহিকতায় ক্যাম্প ৮ই তে তিনটি মাল্টিপারপাস সেন্টার রয়েছে। এ সেন্টারগুলোতে তৈরী করা মাস্ক সিবিসিপিসি, পিসিসি সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মাস্কগুলো পেয়ে তারা অত্যন্ত খুশি এবং তারা মাস্ক ব্যবহারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং ব্যবহার করছেন।

অক্টোবর ২০২১ মাসে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

কাজ সমূহ	লক্ষ্য	অর্জন
এমপিসি ত্রৈমাসিক খেলা	২০	৪
ক্লাব এর ত্রৈমাসিক খেলা	২৪	৫
উদ্ভাবনী র্কমশালা	৬	৩
দিবস উদযাপন	১	১
অনলাইন নিরাপত্তা ও ইন্টারনেট ব্যবহার ট্রেনিং	৫	৩
নেতৃত্ব এবং যোগাযোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৪	৩
জীবন দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা	চলমান	চলমান
কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	৬০	৬০
মনোসামাজিক সহায়তা	চলমান	চলমান

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন।

শিশুসুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার

উখিয়া, কক্সবাজার।

যোগাযোগে- ০১৭০৮১২০৩৩১, razaul@coastbd.net